সংবাদ

তারিখ 28 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মাধ্যমিকে এত ভাল ফল কেন

আতাউর রহমান

শিক্ষার্থীদের অধিক মনোযোগ, শিক্ষকদের পরিশ্রম, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নানা পদক্ষেপের কারণেই ২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন। তবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে উদারতা প্রদর্শন এবং পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র জটিল না হওয়ার কারণেও ভাল ফলাফলে বড় ভূমিকা রেখেছে বলে তারা মনে করেন। ফলে সব শিক্ষা বোর্ডে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাসের হার বৃদ্ধি আর রেকর্ড পরিমাণ জিপিএ-৫ পেয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। তবে পাসের হার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা এখনও বলার সময় হয়নি বলে মনে করেন শিক্ষাবিদরা।

প্রকাশিত ফলাফল থেকে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে ৯টি বোর্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫০ দশমিক ২৭ শতাংশ। ৫ বছর পর ২০০৮ সালে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ দশমিক ১৮ শতাংশে। অর্থাৎ গত ৫ বছরে এ পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। গত বছরের তুলনায় এ বৃদ্ধির হার ১৩ দশমিক ৮২ ভাগ। গত ৫ বছরে শুধু পাসের হারই বৃদ্ধি পায়নি। এর পাশাপাশি জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় গ্রেডি পদ্ধতি চালু হলে ওই বছর মাত্র ৭৬ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়। ২০০৪ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৯টি শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ হাজার ৮৮৬ জন। ৫ বছর পর ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫২ হাজার ৫০০।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা যায়, এবার আগেই নির্দেশ ছিল নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। ফলে শিক্ষকরা সেভাবেই শিক্ষার্থীদের পাঠদানে মনোযোগী করে গড়ে তোলে। তাছাড়া গত বছর শূন্য পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ কম পাস করা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ওইসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বাতিলের কারণে বিদ্যালয়ের কেন : পৃষ্ঠা : ১১ ক

কেন : ভাল হলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকরা সচেতন হয়ে ওঠেন। এমপিওভুক্তি বাতিল ও বেতন-ভাতা বন্ধ হওয়ার ভয়ে শিক্ষকরা এবার যোগ্যদেরই পাঠায় পরীক্ষা কেন্দ্রে, যার জন্য গত বছরের চেয়ে এবার প্রায় ১৮ হাজার পরীক্ষার্থী কম ছিল। চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ির কারণে অভিভাবকরাও সচেতন হয়ে ওঠেন। তারাও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার ব্যাপারে আগের বছরগুলোর চেয়ে অধিক নজরদারি শুরু করেন। ফলে পরীক্ষার ফলাফলে এর প্রভাব পড়ায় পাসের হার এবং জিপিও-৫ প্রাপ্তিতে এর বিস্ফোরণ ঘটে।

বিভিন্ন বোর্ড সূত্রে জানা যায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার প্রশ্নপত্র সহজ হয়েছে। প্রশ্নপত্র তৈরির সময় অধিক মেধাবীদের কথা বাদ দিয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয়া বেশিরভাগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে মেধাবীদের কাছে প্রশ্নপত্র অধিক সহজ হওয়ায় জিপিএ- ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে সামগ্রিকভাবে পাসের হারও বেড়েছে। এছাড়াও পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে অনেক ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক বিশেজ্ঞ পরীক্ষক দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বন্ধ হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরাও পড়া- লেখায় বেশি মনোযোগী হওয়ায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান বাড়েনি বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, এবারের পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তবে এ ফলাফল দেখেই বলা যাবে না, আমাদের শিক্ষার মান বেড়েছে। এজন্য আমাদের আরও সময় অপেক্ষা করতে হবে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, পাসের হারে বিভিন্ন বছর হেরফের হচ্ছে। মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের বৃদ্ধির এ হার আগামী বছরগুলোতে স্থিতিশীল থাকলেই বলা যাবে আমাদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সব জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবীদের মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবদুল আওয়াল সিদ্দিকী বলেন, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, তারা এখন আর মনে করেন না, যেনতেনভাবে পড়াশোনা করলেই পরীক্ষায় পাস করা যাবে। ফলে পরীক্ষার হলে বসার আগে তারা ভাল প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর প্রভাব পড়েছে তাদের পড়াশোনায়। আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় তারা কৃতকার্য হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেই শিক্ষার সামগ্রিক মান বাড়ে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। শিক্ষার মান বাড়াতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন এবং উদ্যোগী হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি বলেন, পরীক্ষায় পাসের এ বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে হবে।

পাসের হার বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম জানান, কড়াকড়ির কারণে এবার যোগ্যরাই চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষায় অংশ নেয়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে জটিল বিষয় এড়িয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল এবং বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজধানীর সেরা একটি স্কুলের ইংরেজি উত্তরপত্র যদি কোন মফস্বলের পরীক্ষকের কাছে যায় তাহলে ওই উত্তরপত্র যেমন সঠিক মূল্যায়ন হবে না ঠিক বিপরীত হলেও একই ঘটনা ঘটবে। তাই ঢাকা বোর্ডে এ বিষয়গুলোর নজরদারি করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মীর মো. মোশারফ হোসেন বলেন, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং ছাত্রছাত্রীদের অধিক মনোযোগের কারণে এবার ফলাফল ভাল হয়েছে। তাছাড়া এ বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থা ভাল থাকায় পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা জানান, তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পেছনে অধিক পরিশ্রম ব্যয় করা, আগের চেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় বেশি মনোনিবেশ করা এবং অভিভাবকদের সচেতনতা- এ তিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণেই এবার সবদিক দিয়ে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে গেছে বলে তারা মনে করেন। তবে প্রশ্নপত্র সহজ হওয়ার বিষয়টিও ভাল ফলাফলের কারণ বলে অনেক শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা মনে করেন।